সংবাদ

তারিখ ... 21 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

কাপাসিয়ায় ২০ ভাগ শিক্ষার্থী নতুন পাঠ্যবই হাতে পায়নি

প্রতিনিধি, কাপাসিয়া (গাজীপুর)

নতুন বছরের প্রথম দিনেই সব শিক্ষার্থী সরকারি নতুন পাঠ্যবই হাতে পাবে- শিক্ষামন্ত্রীর এমন ঘোষণা থাকলেও গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০ ভাগ শিক্ষার্থী এখনও নতুন বই হাতে পায়নি। ফলে তাদের লেখাপড়া মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।

জানা যায়, উপজেলা ৭২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪০টি দাখিল মাদ্রাসা, ১৬টি আলিম মাদ্রাসা, ৪টি স্বতন্ত্রসহ ৮১টি এবতেদায়ি মাদ্রাসা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৯৫টি, দাখিল স্তরে ১ লাখ ১ হাজার ৭৫০টি এবং এবতেদায়ি স্তরে ৮০ হাজার ৬৫০টি বইয়ের চাহিদা রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী বই না পাওয়ায় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার কারণে উপজেলার ২০ ভাগ শিক্ষার্থী এখনও নতুন বই হাতে নিতে পারেনি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরে ২ লাখ ৩৩ হাজার ৯টি অর্থাৎ চাহিদার ৮০ ভাগ, দাখিল স্তরে ৯৯ হাজার ১৫০টি অর্থাৎ চাহিদার ৯৭ ভাগ এবং এবতেদায়ি স্তরে শতভাগ বই উপজেলায় এসে পৌঁছেছে। তার মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে ৮২ ভাগ, দাখিল স্তরে ৮০ ভাগ এবং এবতেদায়ি স্তরে ৮৫ ভাগ বই বিতরণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার কারণে বাস্তবে আরও অনেক কম বিতরণ করা হয়েছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব শ্রেণীর সব বই আসেনি বলে প্রতিষ্ঠানে নানা অজুহাতে বই শিক্ষার্থীদের হাতে বই দেয়া হয়নি। এছাড়া উপজেলার এমপিওভুক্ত নয় এমন ৭-৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা এখনও বই পাননি। তাদের জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় পরিমাণ বই না আসায় এমপিওভুক্ত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই দেয়া সম্ভব নয়। পরে বইয়ের সরবরাহ পাওয়া গেলে তাদের বই দেয়া হবে। ফলে এমপিওভুক্ত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এখনও বই পায়নি। এছাড়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে সরকারি নতুন পাঠ্যবই নেয়ার সময় খরচের টাকা আদায় করারও অভিযোগ রয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইসমাইল জানান, চাহিদার চেয়ে কম বই বরাদ্দ দেয়ার কারণে বই বিতরণ কাজ ব্যাহত হওয়ার বিষয়ে আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। বরাদ্দ পাওয়া গেলেই সবাইকে নতুন বই দেয়া হবে। তিনি বলেন, বই নেয়ার সময় টাকা আদায়ের অভিযোগ সত্যি নয়।